بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৩০ এপ্রিল, ২০২১ মোতাবেক ৩০ শাহাদাত, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমরা রমজান মাস অতিবাহিত করছি আর দুদিন পর শেষ দশকে পদার্পণ করব। মহানবী (সা.) একস্থানে বলেছেন, রমজানের শেষ দশকে আল্লাহ্ তা'লা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। অতএব এই দিনগুলোতে আমাদের উচিত বিশেষভাবে নিজেদের ইবাদতগুলোকে সুন্দর করা, দরূদ ও এস্তেগফার পড়া, তওবা করা, দোয়া করা এবং সঠিকভাবে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা ও মানুষের অধিকার প্রদানের প্রতিও অনেক বেশি দৃষ্টি দেয়া, যাতে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে আমরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারি। রমজান মাসের শেষ দশকে মহানবী (সা.)-এর কীরূপ আদর্শ ছিল আর ইবাদতের মান-ও কেমন ছিল! সাধারণ দিনেও তাঁর ইবাদতের যে মান ছিল তা প্রকাশের ভাষাও আমাদের নেই। কিন্তু রমজান মাসে ইবাদতের চিত্র কেমন ছিল সে সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, তিনি এত বেশি চেষ্টাসাধনা করতেন যে, অন্য সময় এমন দৃষ্টান্ত কখনোই চোখে পড়ত না। কাজেই একথা স্পষ্ট যে, তিনি (সা.) কতটা চেষ্টাসাধনা করতেন তা আমাদের চিন্তারও ঊর্ধ্বে আর হযরত আয়েশা (রা.)ও এসব চেষ্টাসাধনার কথা ঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারেন নি যে, সেগুলো কী কী ছিল। কিন্তু এরপরও মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ হলো, মহানবী (সা.) তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ আর তোমাদেরকে তাঁর অনুসরণ করতে হবে এবং সেই উচ্চ মানে উপনীত হওয়ার জন্য নিজেদের সাধ্য অনুসারে চেষ্টা করতে হবে যা মহানবী (সা.) আমাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তাহলেই আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া শ্রবণ করবেন এবং আমরা সেই পথের পথিক হব আর সেই লক্ষ্যের দিকে ধাবমান থাকব যা এক মু'মিনের পথ। এটি হলো সেই মর্যাদা যা অর্জনের জন্য একজন মু'মিনের চেষ্টা করা উচিত। কাজেই এই দিনগুলোতে আমাদের উচিত বিশেষভাবে দোয়ায় রত হওয়া। বর্তমানে আহমদীদের উচিত বিশেষভাবে এদিকে দৃষ্টি দেয়া, কেননা বিভিন্ন দেশে, বিশেষত পাকিস্তানে এবং সামগ্রিকভাবে অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতেও জামা'তের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপচেষ্টা চলছে। এছাড়া আমাদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণার অগ্নি প্রজ্বলিত করা হচ্ছে এবং যে ধরনের অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে তা থেকে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের রক্ষা করুন আর শত্রুদের অনিষ্ট তাদেরই মুখে ছুড়ে মারুন। অনুরূপভাবে (বর্তমানে) যে মহামারি বিস্তৃত রয়েছে, এর কবল থেকেও যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সুরক্ষিত রাখেন, সেজন্যও দোয়া করা উচিত। এটি আমাদের সৌভাগ্য যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে মহানবী (সা.) এবং এ যুগে তাঁরই নিবেদিতপ্রাণ দাসের মাধ্যমে দোয়ার প্রতি কেবল দৃষ্টি আকর্ষণই করেন নি বরং তা কবুল হওয়ার পন্থাও শিখিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তনের পাশাপাশি মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করাও দোয়া কবুল হওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অন্যথায় সেসব দোয়া আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ঝুলে থাকে। মহানবী (সা.) আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করা পরিত্যাগ করেছে, সে জান্নাতের পথ হারিয়ে ফেলেছে। অনুরূপভাবে এমন একটি হাদীসও রয়েছে যাতে মহানবী (সা.) বলেন, আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করতে থাক, (কেননা) তোমাদের দরূদ প্রেরণ করা তোমাদের নিজেদেরই

পবিত্রতা ও উন্নতির মাধ্যম হয়। এছাড়া মহানবী (সা.)-এর আরেকটি উক্তি হলো, যে ব্যক্তি আমার প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে দরূদ প্রেরণ করবে তার প্রতি আল্লাহ্ তা'লা দশবার দরূদ প্রেরণ করবেন এবং তাকে দশগুণ উন্নতি দান করবেন আর তার খাতায় দশটি পুণ্য লিখে দিবেন।

অতএব এসব রেওয়ায়েতের মাধ্যমে দরূদ শরীফের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে যায় আর আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারী এবং এই বিষয়ের দাবি করি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা সম্পর্কে আমরা যে জ্ঞান অর্জন করেছি তা এ ছাড়া সম্ভব ছিল না, তাই আমাদের উচিত দরূদ শরীফের গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং বেশি বেশি দরূদ পাঠের চেষ্টা করা। শুধু এ উদ্দেশ্যে নয় যে, আল্লাহ তা'লা আমাদের দোয়া শুনবেন, বরং স্থায়ী পবিত্রতা যেন আমাদের জীবনের অংশ হয়ে যায়। এ দরূদের মাধ্যমে আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্ত হতে পারি এবং নিজেদের জীবনকে স্থায়ীভাবে পবিত্র করতে পারি আর ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনকারী হতে পারি। এটি যেন শুধু আমাদের দাবি কিংবা বুলিসর্বস্ব কথা না হয় যে, আমরা মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাসকে মেনেছি, বরং আমাদের প্রতিটি কর্ম এবং প্রত্যেক গতি ও স্থিতি যেন আমাদের এই দাবির সপক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, আমরা সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দীর মান্যকারী, যার সম্পর্কে ফিরিশতারাও আকাশে বলেছিল, ইনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর এই এলহামের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, **'সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদিন সাইয়্যেদে উলদে আদম ওয়া খাতামান্নাবিঈন'**। অর্থাৎ তুমি দরূদ প্রেরণ কর মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি যিনি আদমসন্তানদের সর্দার এবং খাতামুল আম্বিয়া (সা.)। তিনি (আ.) বলেন, এটি এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করছে যে, এই সমস্ত মর্যাদা, কল্যাণরাজি ও পুরস্কার তাঁরই কল্যাণে এবং তাঁকে ভালোবাসারই প্রতিদান। তিনি (আ.) বলেন, সুবহানাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'লার সন্নিধানে বিশ্বজগতের এই সর্দারের কতইনা উচ্চ মর্যাদা এবং কেমন নৈকট্য রয়েছে যে, তাঁর প্রেমাস্পদ খোদার প্রেমাস্পদ হয়ে যায় এবং তাঁর সেবক এক বৃহৎ জনগোষ্ঠির সেবাধন্য হয়ে যায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে মহানবী (সা.)-এর দাসত্ব বরণ করে নেয় সে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে এমন মহান মর্যাদা লাভ করে যে, এক বৃহৎ জনগোষ্ঠি তার অধীনে একত্রিত হয়ে দাসত্ব বরণের ঘোষণা দেয়। অতএব আজ পৃথিবীতে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর যে মর্যাদা রয়েছে, তা তিনি পেয়েছেন মহানবী (সা.)-এর দাসত্ব বরণের কারণে এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসা পোষণের ফলে এবং তাঁর সত্যিকার প্রেমিক হওয়ার কারণে। এই ভালোবাসার কারণেই আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে আগমনকারী সেই উম্মতি নবী আখ্যায়িত করেছেন যিনি মহানবী (সা.)-এর কাজকে বিস্তৃতি দিতে এবং এগিয়ে নিতে আর ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রেরিত হয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, এখানে আমার মনে পড়ল, এক রাতে এই অধম এত পরিমাণ দরূদ শরীফ পাঠ করি যে, এর ফলে (আমার) হৃদয়ের গভীর পর্যন্ত সুশোভিত হয়ে যায়। সেই রাতে আমি স্বপ্নে দেখি যে, বিশুদ্ধ পানির আকারে, অর্থাৎ স্বচ্ছ ও সুপেয় পানির ন্যায় নূরে পূর্ণ মশক ফিরিশতারা এই অধমের বাড়িতে নিয়ে এসেছে এবং তাদের একজন বলল, এগুলো হলো সেই কল্যাণরাজি যা তুমি মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি প্রেরণ করেছিলে। এমনই বিস্ময়কর আরেকটি ঘটনা মনে পড়ল আর সেটি হলো, একবার এলহাম হলো যার অর্থ ছিল, ঊর্ধ্বলোকের ফিরিশতারা বিবাদে লিপ্ত, অর্থাৎ ধর্মকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে ঐশী ইচ্ছা উদ্বেলিত, কিন্তু ঊর্ধ্বলাকে এখনও সেই উজ্জীবকের পরিচয় প্রকাশিত হয়

নি, তাই তারা মতোবিরোধে লিপ্ত। এরই মাঝে আমি স্বপ্নে দেখলাম, মানুষ (ধর্মের) একজন সঞ্জীবনকারীর অনুসন্ধান করছে আর এক ব্যক্তি এই অধমের সামনে আসে এবং ইঙ্গিতে বলে, **'হাযা রাজুলুন ইয়ুহিব্বু রাসূলাল্লাহ্'**। অর্থাৎ এ হলো সেই ব্যক্তি যে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ভালোবাসে। আর এই কথার অর্থ হলো, সেই পদ লাভের সবচেয়ে বড় শর্ত, অর্থাৎ ধর্মের সঞ্জীবনকারী হওয়ার জন্য সবচেয়ে বড় শর্ত হলো রসূলপ্রেম। সুতরাং তা এই ব্যক্তির মাঝে প্রমাণিত।

অতএব আমরা সেই মসীহ্ এবং মাহদীর মান্যকারী, যাকে আল্লাহ্ তা'লা ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রেরণ করেছেন। ইসলামের পুনর্জাগরণের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন। সমগ্র বিশ্ববাসীকে মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে একত্রিত করা এবং তাঁর (সা.) দাসত্বে নিয়ে আসার জন্য প্রেরণ করেছেন। আর তিনি (আ.) মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসায় বিভোর হয়ে-ই এই মর্যাদা লাভ করেছেন। আমরা যারা মহানবী (সা.)-এর এই নিষ্ঠাবান প্রেমিকের জামা'তভুক্ত, আমরা যারা সকল উপলক্ষ্যে এই অঙ্গীকার করি যে, আমি ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিব, আমাদের জন্য কি এটি কর্তব্য এবং অনেক বড় কর্তব্য নয় যে, ধর্মের উক্ত সঞ্জীবনকারীর মিশনকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে, নিজেদের অঙ্গীকার পালন করে, মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করে, সেই মসীহ্ ও মাহদীর সাহায্য ও সহায়তাকারী হব। জগদ্বাসীকে অবগত করব যে, তোমরা যাকে মহানবী (সা.)-এর, নাঊযুবিল্লাহ্, অপমানকারী মনে কর, তিনিই সবচেয়ে বেশি মহানবী (সা.)-কে ভালোবাসেন। তিনিই মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে সেই দরূদ ও সালামের সঠিক জ্ঞান-ব্যুৎপত্তি লাভ করে তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ প্রেরণকারী। (আর আমরা) তাঁর (সা.) নিষ্ঠাবান দাসের কাছ থেকে সেই দরূদের সঠিক জ্ঞান লাভ করে তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণকারী। আমরা হলাম তারা, যারা রমজান মাসে কেবল নিজেদের ব্যক্তিগত দোয়ার প্রতি-ই মনোযোগ প্রদান করি না, বরং আমরা এ নিয়ে উৎকণ্ঠিত থাকি যে, কীভাবে পৃথিবীতে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নাম সমুন্নত হবে, কীভাবে তাঁর (সা.) পতাকা পুরো বিশ্বজুড়ে উড্ডীন হবে, কীভাবে মানুষ মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে এসে নিজেদের ইহ ও পরকালকে সুনিশ্চিতকারী হবে, কীভাবে মানুষ তাঁর দাসত্ব বরণকে নিজেদের জন্য গর্বের কারণ মনে করবে, কীভাবে মানুষ ইসলামের নামের সাথে সংযুক্ত হওয়াকে নিজেদের জন্য গর্বের কারণ জ্ঞান করবে, অর্থাৎ একথা স্বীকার করবে যে, এটিই সেই ধর্ম, যা পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে। এটিই একমাত্র ধর্ম, যা বান্দাকে খোদা তা'লার সাথে সম্পৃক্ত করার সামর্থ্য রাখে। এটিই সেই ধর্ম, যা দাবি করে যে, আজও মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভালোবাসার কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মান্যকারীদের দোয়া শুনেন এবং তাদের ডাকে সাড়া দেন।

অতএব এটি অনেক বড় এক দায়িত্ব যা আহমদীদের কাঁধে অর্পণ করা হয়েছে। আমাদেরই এখন জগদ্বাসীকে এটি অবহিত করতে হবে। অতএব আমাদের এখন এটি খতিয়ে দেখতে হবে যে, কতটা সততা ও গভীরতার সাথে আমরা এই দায়িত্ব পালন করি আর এরপর আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও পুরস্কার থেকে কল্যাণ লাভকারী হই। আমাদেরকে যদি বাস্তবিক অর্থে কিয়ামত পর্যন্ত এসব পুরস্কার ও কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হতে হয় তাহলে আমাদেরকে ব্যক্তিগতভাবেও আর জামা'তীভাবেও মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করে যেতে হবে। যদি আমরা এমনটি করি তাহলে আমরা দেখব যে, শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও তাদের চক্রান্ত আর তাদের আক্রমণ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অকল্পনীয়ভাবে ধ্বংস ও ব্যর্থ হচ্ছে আর আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং শত্রুদের মোকাবিলা করছেন। আমরা দেখব যে, আধ্যাত্মিকভাবেও আমরা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উন্নতির সোপান অতিক্রম করা অব্যাহত রাখবে। আমরা ব্যক্তিগত দোয়া গৃহীত হওয়ার নিদর্শনও দেখব আর জামা'তী দোয়া গৃহীত হওয়ার নিদর্শনও

দেখতে পাব। এ কথা কখনো মিথ্যা হতে পারে না, কেননা আল্লাহ্ তা'লার রসূল (সা.) আমাদেরকে এর নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও আমার প্রতি দরূদ প্রেরণের মাধ্যমে যে দোয়া করা হবে তা তোমাদের প্রয়োজন পূর্ণকারী দোয়া হবে। কিন্তু শর্ত হলো, আন্তরিকভাবে এবং একনিষ্ঠ হৃদয়ে সেই দরূদ প্রেরণ করতে হবে। মহানবী (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা উন্নততর করার জন্য হৃদয়ে এক ব্যাকুলতা থাকতে হবে, আল্লাহ্ তা'লার সমীপে যেন আন্তরিকভাবে দোয়া করা হয়। আর এটি তখনই সম্ভব যদি এই বিষয়টির গভীরতা ও তাৎপর্য জানা থাকে। এ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলে দিতে চাই যে, ব্যাকুলতার সাথে দোয়া তখন উৎসারিত হয় যখন এটা জানা থাকে যে, মানুষ কী দোয়া করছে। কেবল মৌখিকভাবে কিছু শব্দ উচ্চারণ করলেই সেই শব্দগুলোর গভীরতা ও প্রকৃত মর্মার্থ উপলব্ধি করা যায় না, আর তা হৃদয়ে সেই প্রভাবও বিস্তার করতে পারে না, যা হওয়া দরকার। আর যদি হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টি না হয় তবে সেই স্পৃহা ও আবেগও সৃষ্টি হতে পারে না। সুতরাং হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টির জন্য মানুষের জানা থাকা প্রয়োজন যে, সে কী দোয়া করছে এবং কেন করছে। লক্ষ-কোটি মানুষ কেবল মুখে-ই দরূদের শব্দগুলো আউড়ে থাকে, কিন্তু তারা জানেই না যে, এর অর্থ কী, দরূদ পাঠে আমাদের লাভ কী এবং এতে মহানবী (সা.)-এর কী কল্যাণ লাভ হয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একবার এই বিষয়টি বর্ণনা করেছিলেন, তার সারসংক্ষেপ আমি এখন উপস্থাপন করছি।

দরূদ শরীফে **'আল্লাহুম্মা সাল্লে'** প্রথমে রাখা হয়েছে এবং **'আল্লাহুম্মা বারেক'** রাখা হয়েছে পরে। এর অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা হলো, সালাত শব্দের অর্থ হচ্ছে দোয়া, আর **'আল্লাহুম্মা সাল্লে'** এর অর্থ দাঁড়ায়, 'হে আল্লাহ্, তুমি মহানবী (সা.)-এর জন্য দোয়া কর। দোয়াকারী দু'প্রকারের হয়ে থাকে; এক হলো সে, যার কাছে কিছুই থাকে না, সে অন্যের কাছে চায়; দ্বিতীয়ত সেই ব্যক্তির দোয়া, যার নিজের কর্তৃত্ব রয়েছে এবং সে নিজেই দান করে। যখন আমরা খোদা তা'লার সম্পর্কে বলি যে, তিনি দোয়া করেন, তখন এর অর্থ দাঁড়ায়– তিনি নিজ সৃষ্টজীব ও সৃষ্ট বস্তুনিচয় যেমন বাতাস, পানি, মাটি, পাহাড়সহ সবকিছুকে নির্দেশ দেন যে, আমার বান্দাকে সহযোগিতা কর। সুতরাং **'আল্লাহুম্মা সাল্লে'** কথার অর্থ দাঁড়ায়, হে আল্লাহ্, তুমি প্রত্যেক পুণ্য ও মঙ্গল এবং স্বর্গ-মর্ত্যের প্রতিটি বস্তুসংশ্লিষ্ট কল্যাণরাজি তোমার রসূলের জন্য চাও এবং তাকে সম্মান ও মর্যাদা দান কর, তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি কর। আর এরপর দেখুন, আল্লাহ্ তা'লা চাইলে সেটির চেয়ে বড় আর কিছু ভাবাই যায় না! আমরা একথা কল্পনাও করতে পারি না যে, আল্লাহ্ তা'লা কী চাইবেন। তাই আল্লাহ্ তা'লার সমীপে দোয়া উপস্থাপন করা হয়েছে যেন তিনি এই ইচ্ছা করেন যে, উচ্চ থেকে উচ্চতর যে মর্যাদা ভাবা যায় এবং যা তাঁর দৃষ্টিতে হয়ে থাকে বা যা তিনি চান– তা যেন তিনি দান করেন। আর **'আল্লাহুম্মা বারেক'**-এর অর্থ হলো, হে আল্লাহ্, তুমি মহানবী (সা.)-এর জন্য নিজের রহমত, কৃপারাজি ও পুরস্কাররাজি, যা তুমি তাকে দান করেছ, সেগুলোকে এতটা বৃদ্ধি কর যেন সমগ্র জগতের যাবতীয় রহমত ও বরকতরাজি তার (সা.) জন্য একত্রিত হয়ে যায়। অতএব প্রথমত আল্লাহ্ তা'লা যা চাইবেন তা দান করবেন; আর তিনি কী চাইবেন তা-ও আমাদের পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নয়। এরপর তিনি তাতে এত বরকত দিবেন আর এমনভাবে তা বৃদ্ধি করতে থাকবেন যে, তা একেবারেই আমাদের কল্পনাতীত! সুতরাং তাঁর (সা.) জন্য যখন এই সমস্তকিছু, অর্থাৎ এই বিষয়সমূহ ও দোয়াসমূহ সমবেত হবে, আর সেগুলো অব্যাহত রাখার জন্য আমরাও দোয়া করব, তখন মহানবী (সা.)-এর নিজ উম্মতের জন্য কৃত দোয়াসমূহ হতে আমরাও অংশ পাব। আমরা যখন ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁর (সা.) ধর্মের উন্নতি এবং সমগ্র পৃথিবীতে তাঁর (সা.) শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দোয়া করব, তখন খোদা তা'লা আমাদেরকেও সেই দোয়ার অংশীদার করে দরূদের মাধ্যমে কল্যাণমণ্ডিত করবেন, কেননা এতে একইসাথে উম্মতের

জন্যও দোয়া রয়েছে। যে বীজ আমরা বপন করব তার ফল আমরাও উপভোগ করব, কারণ **'সাল্লে'** একটি বীজস্বরূপ এবং **'বারেক'** হলো তার ফলস্বরূপ। কিন্তু শর্ত হলো, এই সবকিছু যেন আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে আর নিষ্ঠাপূর্ণ সংকল্প নিয়ে করা হয়; মহানবী (সা.)-এর আনীত শিক্ষা যেন পালন করা হয়; হুকুকুল্লাহ্ ও হুকুকুল ইবাদ (আল্লাহ্‌র প্রাপ্য ও সৃষ্টজীবের প্রাপ্য) প্রদানের দিকে যেন মনোযোগ থাকে; আমরা যেন প্রকৃত অর্থেই 'আলে মুহাম্মদ' হওয়ার দায়িত্ব পালনকারী হই। এমনটি যেন না হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূলের নামে অত্যাচার করা হবে এবং একইসাথে দরূদ পাঠ করে বলব, আমরা যেন সেই কল্যাণরাজিও লাভ করি যা দরূদ পাঠকারীরা লাভ করে থাকে। আইন ভঙ্গ করে, জনগণকে কষ্টের মাঝে ফেলে এরপর একথা বলা যে, আমরা রসূলপ্রেমিক এবং তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণকারী; এজন্য আমাদেরকে যেন কিছু না বলা হয়, রাস্তা অবরোধ করলাম, রোগীরা হাসপাতালে যেতে পারল না, আর আমরা যেহেতু আল্লাহ্ ও রসূলের নামে এসব করছি; সুতরাং আমরা সঠিক! অতএব এই কার্যকলাপ আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূলের নির্দেশের স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ অবাধ্যতা বৈকি। আল্লাহ্ তা'লাও কখনো এর অনুমতি দেননি এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)ও এর অনুমতি দেন নি। এমন লোকদের দরূদ কোন কল্যাণও বয়ে আনে না। এটি তো মহানবী (সা.) এর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির পরিবর্তে তা খাট করার এক হীন প্রচেষ্টা। ইসলামকে দুর্নাম করার একটি অপচেষ্টা মাত্র। আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূলের নামে অন্যায়-অত্যাচার করা হলে আল্লাহ্ তা'লার শাস্তিও কঠোর হয়ে থাকে– একথাও সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত।

সুতরাং আজ যদি দরূদের প্রকৃত উপলব্ধি বা ধারণা বিশ্বের কাছে কারো উপস্থাপন করতে হয়, তাহলে আহমদীদেরই তা উপস্থাপন করতে হবে। তাই এই রমজানে যেখানে দরূদের প্রতি অধিক মনোযোগ দিবেন, সেখানে নিজেদের মাঝে সেই পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টিরও চেষ্টা করুন যা এই দরূদ গৃহীত হওয়ার জন্য আবশ্যক। আর যদি তা গৃহীত হয় তাহলে মানুষই তা থেকে লাভবান হয়, তার দোয়াসমূহ গৃহীত হয়, তার আধ্যাত্মিক অবস্থা উন্নত হয়। রসূলপ্রেমে প্রকৃত অর্থে উন্নতি করে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত নৈকট্য লাভ করে এবং খাঁটি দরূদ মহানবী (সা.) পর্যন্ত পৌঁছে তাঁর উম্মতের উন্নতির কারণ হয়। দরূদ শরীফের গুরুত্বের ধারণা এই বিষয়টি থেকেও করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনেও মু'মিনদের বলেছেন যে, মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ কর। আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (সূরা আহযাব: ৫৬)

অতএব তাঁর (সা.) প্রতি দরূদের গুরুত্ব এত বেশি যে, আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর ফিরিশতারাও রসূল (সা.)-এর প্রতি দরূদ বর্ষণ করেন। এখানে এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ্ তা'লার দোয়া কী? আল্লাহ্ তা'লা প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর (সা.) পদমর্যাদা বৃদ্ধি করে চলেছেন এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য উপকরণ সরবরাহ করে চলেছেন। এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তের ওপর এই দায়িত্ব অর্পন করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লার উক্ত নির্দেশের ওপর প্রকৃত আমলকারী হয়ে মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ কর। এতে তোমরা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী হবে এবং ফিরিশতাদের দোয়া থেকেও কল্যাণ লাভ করবে। কারণ ফিরিশতারা যখন মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করবে তখন এর কল্যাণ তাঁর প্রকৃত উম্মত ও মান্যকারীরাও লাভ করবে। এই কল্যাণ লাভের পর কৃতজ্ঞতার দাবি হলো, আমরা যেন পূর্বের চেয়ে অধিক দরূদ প্রেরণকারী হই। আর এই দরূদ ও কৃতজ্ঞতা এমন এক অফুরাণ ধারা, যা একজন খাঁটি মু'মিনকে কল্যাণমণ্ডিত করতে থাকে। হযরত আক্বদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এক স্থানে বলেন,

আমাদের নেতা ও মনিব হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা দেখুন! তিনি সর্ব প্রকার পাপাচারমূলক আন্দোলনের মোকাবিলা করেছেন। বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও কষ্ট সহ্য করেছেন, কিন্তু কোন পরোয়া করেননি। এই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার কারণেই আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (সূরা আহযাব: ৫৬)

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর সকল ফিরিশতা রসূল (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরা এ নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর। এ আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, মহানবী (সা.)-এর কর্ম এমন (উন্নততর) ছিল যে, খোদা তা'লা সেগুলোর প্রশংসা বা সেগুলোর বৈশিষ্ট্যের সীমাপরিসীমা বেধে দেয়ার জন্য কোন বিশেষ শব্দ ব্যবহার করেন নি। শব্দ তো পাওয়া যেত, কিন্তু স্বয়ং তা ব্যবহার করেন নি। অর্থাৎ তাঁর (সা.) পুণ্যকর্মের প্রশংসা ছিল সীমাহীন। তা আয়ত্ব করা কঠিন ছিল বা আয়ত্বের বাইরে ছিল। এ ধরনের কোন আয়াত অন্য কোন নবী সম্পর্কে ব্যবহার করা হয় নি। তাঁর (সা.) আত্মায় সেই নিষ্ঠা ও স্বচ্ছতা ছিল এবং তাঁর (সা.) কর্ম খোদা তা'লার দৃষ্টিতে এতই পছন্দনীয় ছিল যে, খোদা তা'লা চিরতরে আদেশ দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে মানুষ যেন কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশস্বরূপ তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ প্রেরণ করে।

মোটকথা এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অবশেষে আমাদের জন্যই কল্যাণপ্রদ হবে। আল্লাহ্ তা'লা এ রমজানে এবং পরবর্তীতেও আমাদেরকে সর্বদা দরূদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ প্রেরণের সৌভাগ্য দিন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔ اَللّٰهُمَّ

بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

দ্বিতীয় যে বিষয়ের দিকে আমি এই মূহুর্তে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হলো, "ইস্তেগফার"। **"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি"** তথা আমি সকল পাপ থেকে আল্লাহ্ তা'লার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাই, যিনি আমার প্রভু প্রতিপালক আর আমি তওবা করে তাঁর-ই প্রতি বিনত হচ্ছি। এটি এমন এক দোয়া যা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়ে বলেন:

ইস্তেগফারের সঠিক এবং প্রকৃত অর্থ হলো, খোদা তা'লার সমীপে নিবেদন করা যে, মানবীয় কোন দুর্বলতা যেন প্রকাশ না পায় আর খোদা তা'লা যেন মানব প্রকৃতিকে নিজ শক্তি থেকে শক্তি যোগান আর স্বীয় সুরক্ষা ও স্বাতন্ত্রতার গণ্ডিতে স্থান প্রদান করেন। এই শব্দটি 'গাফারা' থেকে নেয়া, যার অর্থ 'ঢেকে ফেলা'। অতএব এর অর্থ দাঁড়ায়, খোদা নিজ শক্তিবলে ইস্তেগফারকারী ব্যক্তির মানবীয় দুর্বলতা যেন ঢেকে দেন। পরবর্তীতে সর্বসাধারণের জন্য এই শব্দের অর্থকে আরো ব্যাপকতা দেয়া হয়েছে। এর অর্থ এটিও হতে পারে যে, যে পাপ সংঘটিত হয়ে গেছে, খোদা যেন তা ঢেকে দেন। তবে সঠিক এবং প্রকৃত অর্থ হলো, খোদা যেন নিজ ঐশী শক্তিবলে 'মুস্তাগফের' তথা ইস্তেগফারকারীকে তার প্রকৃতিগত দুর্বলতা থেকে রক্ষা করেন এবং নিজ শক্তিমত্তা থেকে শক্তি দান করেন আর নিজ জ্ঞান থেকে জ্ঞান দান করেন আর নিজ আলো থেকে আলো দান করেন, কেননা মানুষকে সৃষ্টি করে খোদা তার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যান নি, বরং তিনি যেভাবে মানুষের স্রষ্টা এবং মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল শক্তিবৃত্তির স্রষ্টা, তেমনিভাবে তিনি মানুষের জন্য স্থিতিদাতাও বটে। (অর্থাৎ যা কিছু তিনি বানিয়েছেন, তাকে নিজ বিশেষ আশ্রয় ও অবলম্বনের মাধ্যমে সুরক্ষাকারী ও স্থিতিদানকারী।) খোদা তা'লার নাম স্থিতিদাতা, অর্থাৎ নিজ আশ্রয়ে সৃষ্টিকে স্থিতি দানকারী, তাই মানুষের জন্যও আবশ্যক যে, মানুষ যেভাবে খোদা তা'লার স্রষ্টাগুণে সৃষ্ট, ঠিক সেভাবে মানুষ যেন

খোদা তা'লার স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতার গুণের মাধ্যমে নিজের সৃষ্টিগত ছাপকে বিকৃত হওয়া থেকে রক্ষা করে। অতএব মানুষের জন্য এ এক স্বাভাবিক প্রয়োজন ছিল যার জন্য 'ইস্তেগফার' করার নির্দেশ রয়েছে। এ দিকেই পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (সূরা বাকারা: ২৫৬)। অতএব তিনি স্রষ্টাও আর কাইয়ূম তথা স্থিতিদাতাও বটে। মানুষের জন্মের মাধ্যমে সৃষ্টি করার কাজ সমাপ্ত হলো কিন্তু 'কাইয়ূমিয়াত' তথা স্থিতিশীলতার কাজটি স্থায়ী কাজ, তাই স্থায়ী 'ইস্তেগফার'-এর প্রয়োজন দেখা দেয়। নিজ অবস্থাকে বিকৃত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য মানুষ যখন স্থায়ীভাবে 'ইস্তেগফার' করে তখন আল্লাহ্ তা'লার 'কাইয়ূমিয়াত' গুণটি কার্যকর হয়। মোটকথা খোদা তা'লার প্রত্যেক সিফত তথা গুণের একেকটি কল্যাণ রয়েছে আর স্থায়ীত্ব ও স্থিতিশীলতার কল্যাণ লাভের জন্য ইস্তেগফারের গুণ থাকা আবশ্যক। এ দিকে সূরা ফাতেহার উক্ত আয়াতেও ইঙ্গিত বিদ্যমান, যেমন- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (সূরা ফাতিহা: ০৬) অর্থাৎ আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার নিকটই এই বিষয়ে সাহায্য চাই যে, তোমার কাইয়ূমিয়াত এবং প্রতিপালন বৈশিষ্ট্য যেন আমাদের সাহায্য করে আর আমাদেরকে হোঁচট খাওয়া থেকে রক্ষা করে, যেন কোন কারণে আমাদের দুর্বলতা প্রকাশ না পেয়ে যায় আর আমরা ইবাদতে অক্ষম না থেকে যাই।

সুতরাং ইবাদত করার জন্য, শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা লাভের জন্য এবং আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী মেনে চলার জন্য ইস্তেগফার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আবশ্যক বিষয়। শুধু এটি নয় যে, পাপ সংঘটিত হলেই কেবল 'ইস্তেগ্ফার' করবে। নিঃসন্দেহে তখনও 'ইস্তেগফার' ও 'তওবা' করা অত্যন্ত জরুরী, কেননা ভবিষ্যৎ পাপ থেকে দূরে রাখা এবং বিগত গুনাহ্ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজন আর তা 'ইস্তেগ্ফার'-এর মাধ্যমে লাভ হয়। সুতরাং পাপ সংঘটিত হোক বা না হোক, উভয় অবস্থাতেই ইস্তেগ্ফার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শয়তান তো আমাদের পথে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষ স্বীয় চেষ্টায় তার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে না। মানুষ যদি বলে যে, আমি নিজ চেষ্টায় তার থেকে রক্ষা পেয়ে যাব, তাহলে তা সম্ভব নয়। এর একটিই উপায়, আর তা হলো, আল্লাহ্ তা'লার নিকট সাহায্য যাচনা করা আর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার সাহায্য লাভের জন্য এবং আমার নিকট সাহায্য চাওয়ার জন্য তোমরা অনেক বেশী 'ইস্তেগফার' কর। এটিই তোমাদেরকে ভবিষ্যতে শয়তানী আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখবে এবং বিগত পাপসমূহের ক্ষমা লাভেরও মাধ্যম হবে। মানুষ যেহেতু দুর্বল তাই তার জন্য ইস্তেগফার একান্ত আবশ্যক, কেননা ইস্তেগফার মানবীয় দুর্বলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শক্তি জুগিয়ে থাকে এবং শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শক্তি প্রদান করে। সুতরাং অনবরত ইস্তেগফার আল্লাহ্ তা'লার 'কাইয়ূমিয়াত' অর্থাৎ 'চিরস্থায়ী ও স্থিতিদাতা' বৈশিষ্ট্যকে সক্রিয় করবে এবং ইস্তেগফারকারীকে সকল পাপ থেকে রক্ষা করা হবে। আল্লাহ্ তা'লা তো তাঁর দিকে আগমনকারীকে নিজের ক্রোড়ে স্থান দেন। যে ব্যক্তি পাপ করার পর তওবা করে আল্লাহ্ তা'লার দিকে অগ্রসর হয় আল্লাহ্ তা'লা তার তওবা গ্রহণ করেন। আর যে ব্যক্তি পাপ থেকে মুক্ত থাকার জন্য ও শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তার দিকে ধাবিত হয়, আল্লাহ্ তা'লা তার ইস্তেগফার গ্রহণ করেন। তাকে শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও ক্ষমার পরিধি কত বিস্তৃত সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেন যে, তা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। এ সম্পর্কে রসূলে করীম (সা.) এক ব্যক্তির গল্প শুনিয়েছেন যে, সে নিরানব্বইটি খুন করেছে। পরিশেষে তার অনুশোচনা হয় এবং সে তওবা করতে চায়। সে একজন আলেম, অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট যায় এবং তার নিকট তওবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। সেই ব্যক্তি বলে, এত পাপ করে ও এতগুলো খুন করে তুমি কীভাবে ক্ষমা পেতে পার! তখন সেই আলেমকেও সে হত্যা করে,

আর এভাবে তার একশ'টি খুন পূর্ণ হয়। শততম খুনটি করার পর তার মধ্যে আবার অনুশোচনা জাগে যে, এ আমি কী করলাম! এরপর সে আরেকজন বড় আলেমের নিকট যায় এবং তাকে সব খুলে বলে। সে বলে, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তওবার দরজা চির অবারিত। তুমি যদি সত্যিকারের তওবা করতে চাও তাহলে অমুক স্থানে চলে যাও। সেখানে লোকেরা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতে নিমগ্ন থাকবে, ধর্মের কাজে ব্যস্ত থাকবে; তুমিও তাদের সাথে যোগ দিও, কিন্তু স্মরণ রাখবে যে, নিজ এলাকাতে কখনো প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না। প্রকৃত তওবা হলো, পুরোনো সম্পর্ক এবং পুরোনো বিষয়, যা পাপের কারণ, তা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। প্রকৃত তওবা এটিই যে, পুরোনো এলাকায়, অর্থাৎ পাপের ভূমিতে ফিরে আসা যাবে না। সুতরাং সেই ব্যক্তি সেই স্থানের দিকে রওয়ানা হয়। অর্ধেক পথ অতিক্রম করা মাত্রই তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর রহমত ও আযাবের ফিরিশতা এসে উপস্থিত। তারা নিজেদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়ে পড়ে যে, এই ব্যক্তিকে আমরা সাথে নিয়ে যাব। রহমতের ফিরিশতা বলে, এই ব্যক্তি যেহেতু তওবা করেছে তাই সে জান্নাতে যাবে। আযাব অর্থাৎ শাস্তির ফিরিশতা বলে, সে তার জীবনে কোন পুণ্য করে নি, কোন ভালো কাজ করে নি, এটি কীভাবে হতে পারে যে, সে জান্নাতে যাবে? সে ক্ষমা লাভ করতে পারে না। সেখানে একটি (টানাপোড়েনের) অবস্থা সৃষ্টি হয়। ইতোমধ্যে তৃতীয় এক ফিরিশতাও সেখানে আসে, যে তৃতীয় পক্ষ বা সালিস হয়ে এই সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, সে যে অঞ্চল থেকে আসছে আর সে যেদিকে যাচ্ছে– উভয় দিকের দূরত্ব মেপে নাও। এই মাপ অনুসারে সে যে অঞ্চলের অধিকতর নিকটবর্তী হবে তাকে সেখানেই নিয়ে যাবে। তারা দূরত্ব মেপে দেখে যে, পাপ থেকে তওবা করার এবং পুণ্য কাজ করার জন্য যেদিকে সে যাচ্ছিল, সেই এলাকা অধিকতর নিকটবর্তী ছিল। ফলে রহমতের ফিরিশতা তাকে জান্নাতে নিয়ে যায়। তো এটা হলো আল্লাহ্ তা'লার ক্ষমার ব্যবহার; চরম অত্যাচারী ও খুনীও যখন সুস্থ-সবল অবস্থায় তওবা করেছে, তাকে ক্ষমা করে দেয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আজকাল অনেক শিশু-কিশোর ও যুবকরাও এই প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ্ কতটা ক্ষমা করেন? এই হাদীস হতে স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা যেমনটি বলেছেন, আমি তওবা কবুল করি এবং আমার রহমত অনেক ব্যাপক; সুতরাং ক্ষমার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। কিন্তু শর্ত হলো, মানুষ যেন সত্যিকার অর্থে তওবা করে। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, খোদার কসম! আল্লাহ তা'লা নিজ বান্দার তওবা করায় এতটা আনন্দিত হন, যতটা আনন্দিত সেই ব্যক্তিও হয় না যে গহীন জঙ্গলে নিজের হারিয়ে যাওয়া উট খুঁজে পায়। আল্লাহ্ তা'লার দিকে যে অগ্রসর হয় আল্লাহ্ও তার দিকে অগ্রসর হন। মহানবী (সা.) বলেছেন, (আল্লাহ্ তা'লা বলেন) কেউ যদি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় আমি তার দ্বিগুণ বা দুহাত তার দিকে অগ্রসর হই; সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে তাহলে আমি তার দিকে ছুটে যাই। অতএব, নিজেদেরকে পাপ থেকে মুক্ত রাখতে এবং নিজেদের পাপসমূহ ক্ষমা করানোর জন্য আল্লাহ্ তা'লার দিকে অগ্রসর হয়ে জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা করা আমাদের কাজ। আল্লাহ্ তা'লা এই মাসকে বিশেষভাবে এ কাজের জন্যই আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। এটি থেকে উপকৃত হোন। হযরত আক্বদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) তওবা ও মাগফিরাতের বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে একস্থানে বলেন,

স্মরণ রাখা উচিত, তওবা ও ক্ষমাকে অস্বীকার করা মূলত মানবীয় উন্নতির পথ রুদ্ধ করে দেয়ারই নামান্তর। কেননা, একথা সর্বজনবিদিত আর সবার কাছে স্পষ্ট যে, মানুষ নিজ সত্তায় কামেল বা সম্পূর্ণ নয়, অর্থাৎ নিজ সত্তায় পরিপূর্ণ নয়, বরং সে পূর্ণতার মুখাপেক্ষি। আর যেভাবে মানুষ নিজ বাহ্যিক অবস্থায় জন্মগ্রহণের পর ধীরে ধীরে নিজের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করে, সে আলেম-ফাযেল হয়ে জন্মগ্রহণ করে না, তেমনিভাবে মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে বোধবুদ্ধি লাভ করে তখন তার চারিত্রিক অবস্থা খুবই অধঃপতিত থাকে। যেমন কমবয়স্ক

বালকদের অবস্থা গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ বালক তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঝগড়ার সময়ও অন্য বালকদের মারতে উদ্যত হয়। এছাড়া কথায় কথায় মিথ্যা বলা, অন্য শিশুদের গালি দেয়ার অভ্যাস প্রকাশ পায়। অনেকের মাঝে আবার চুরি, চুগলি, হিংসা ও কৃপণতার বদঅভ্যাসও থাকে। এরপর যখন যৌবনের উন্মাদনা দেখা দেয় তখন 'নফসে আম্মারা' তাদের ওপর ভর করে এবং প্রায়শই এমন অশোভনীয় ও অকথ্য কার্যকলাপ তাদের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে যায় যা সুস্পষ্ট পাপ ও দুষ্কর্মের অন্তর্গত। সারকথা হলো, অধিকাংশ মানুষের প্রাথমিক জীবন নোংরা পর্যায়েরই হয়ে থাকে, আর এরপর যখন সৌভাগ্যবান মানুষ প্রাথমিক জীবনের প্রবল বন্যা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে তখন সে নিজ খোদার প্রতি মনোযোগী হয় আর সত্যিকার তওবা করে অসৎকর্ম হতে বিরত হয় এবং নিজ স্বভাব ও প্রকৃতির পোশাককে পবিত্র করার চিন্তা করে। এটি মোটের ওপর মানুষের জীবনের চিত্র, যা মানুষকে অতিক্রম করে আসতে হয়। অতএব এথেকে স্পষ্ট, যদি একথাই সত্য হয়ে থাকে যে, তওবা গৃহীত হয় না, তাহলে স্পষ্ট প্রমাণিত হবে– কাউকে নাজাত বা মুক্তি দানের ইচ্ছাই আল্লাহ্ তা'লার নেই। আর এটি হতে পারে না, কেননা আল্লাহ্ তা'লা তো বলেছেন যে, আমি নাজাত বা মুক্তি দিতে চাই।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, আরবী ভাষায় প্রত্যাবর্তন করাকে তওবা বলা হয়। এজন্যই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লার নাম **'তাওওয়াব'** অর্থাৎ অনেক বেশি প্রত্যাবর্তনকারী বলা হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে মানুষ যখন পাপ পরিত্যাগ করে বিশুদ্ধচিত্তে খোদা তা'লার প্রতি প্রত্যাবর্তন করে তখন খোদা তা'লা তার চেয়ে আরও অধিক তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করেন। আর এ বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির নিয়মসম্মত একটি বিষয়। কেননা, খোদা তা'লা মানুষের প্রকৃতিতে এ বৈশিষ্ট্য প্রচ্ছন্ন রেখেছেন যে, একজন মানুষ যখন আন্তরিকভাবে অন্যজনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে, তখন তার হৃদয়ও প্রত্যাবর্তনকারীর জন্য কোমল হয়ে যায়। তাই বিবেক এটি কীভাবে গ্রহণ করতে পারে যে, বান্দা নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে খোদা তা'লার প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে, কিন্তু খোদা তার প্রতি ফিরেও তাকাবেন না। [মানুষ পরস্পরের সাথে এরূপ ব্যবহার করে, এটাই মানুষের প্রকৃতি; কিন্তু খোদা তা'লা সম্পর্কে একথা বলা যে, মানুষ প্রত্যাবর্তন করলেও তিনি ফিরে তাকাবেন না– এটি হতে পারে না।] তিনি (আ.) বলেন, বরং খোদা, যিনি অত্যন্ত দয়ালু এবং কৃপালু সত্তা, তিনি বান্দার প্রতি অনেক বেশি প্রত্যাবর্তন করেন বা সদয় দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। [তিনি (আ.) বলেন, আসল বিষয় হলো, খোদা তা'লা তো খুবই দয়ালু ও কৃপালু, তিনি অনেক বেশি বান্দার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করেন।] এ কারণেই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লার নাম 'তাওওয়াব' রাখা হয়েছে, অর্থাৎ অনেক বেশি প্রত্যাবর্তনকারী। অতএব বান্দার প্রত্যাবর্তন অনুশোচনা, অনুতাপ, বিনয় ও নম্রতার সাথে হয়ে থাকে, আর খোদা তা'লার প্রত্যাবর্তন হয় দয়া ও ক্ষমার মাধ্যমে। খোদা তা'লার বৈশিষ্ট্যের মাঝে যদি রহমত বা দয়া না থাকত, তাহলে কেউ-ই মুক্তি লাভ করতে পারত না। পরিতাপ! এসব মানুষ খোদা তা'লার বৈশিষ্ট্যে অভিনিবেশ করে নি এবং সব কিছুর ভিত্তি রেখেছে নিজেদের আমল এবং কর্মের ওপরে। কিন্তু সেই খোদা, যিনি কারো কোন কর্ম ছাড়াই হাজার হাজার নিয়ামত মানুষের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর বৈশিষ্ট্য কি এমন হতে পারে যে, প্রকৃতিগতভাবেই দুর্বল মানুষ যখন নিজের ঔদাসীন্য সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে আর এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করে যেন সে মরেই যায়, আর পূর্বের অপবিত্র আলখেল্লা নিজের দেহ থেকে খুলে ফেলে এবং তাঁর ভালোবাসার অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়– তারপরও খোদা তার প্রতি সদয় দৃষ্টি দেবেন না? এর নামই কি খোদার প্রাকৃতিক বিধান?

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লার আশিস ও কৃপার দ্বার কখনো রুদ্ধ হয় না। মানুষ যদি বিশুদ্ধচিত্তে এবং নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয় নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে তিনি তো গাফূরুর্

রহীম (অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু) আর তওবা গ্রহণকারী। এমনটি ভাবা যে, আল্লাহ্ কোন কোন পাপীকে ক্ষমা করবেন– এটি খোদার দৃষ্টিতে চরম ধৃষ্টতা ও অশিষ্টাচার। তাঁর দয়ার ভাণ্ডার ব্যপক এবং সীমাহীন। তাঁর কাছে কোন কিছুরই ঘাটতি নেই, তাঁর দুয়ার কারো জন্য বন্ধ হয় না। (বিষয়টি) ইংরেজদের চাকরির মতো এমন নয় যে, এত উচ্চশিক্ষিতরা কোথায় চাকরি পাবে? খোদার সন্নিধানে যত লোক যাবে সবাই উন্নত মর্যাদা লাভ করবে, এটি এক নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। সেই ব্যক্তি বড়ই হতভাগা ও দুর্ভাগা; যে খোদা তা'লা সম্পর্কে নিরাশ হয় আর ঔদাসীন্যের মাঝেই তার অন্তিম মুহূর্ত এসে উপস্থিত হয়; নিঃসন্দেহে তখন (তওবার) দ্বার বন্ধ হয়ে যায়।

কাজেই, আল্লাহ্‌র তা'লার ক্ষমার দ্বার উন্মুক্ত। তবে মানুষের সুস্থাবস্থায় তওবা করা উচিত, অন্তিম নিঃশ্বাসের সময় নয়। অতএব, এ দিনগুলোতে আমাদের অনেক বেশি তওবা ও ইস্তেগফার করা উচিত, কেননা এই রমজান মাস দোয়া কবুল হওয়ার মাস, আর এর শেষ দশক জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ লাভের সময়। পাপ থেকে ক্ষমা লাভ এবং পুণ্যকর্ম করার সামর্থ্য আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকেই অর্জিত হয়। আমরা যদি তাঁর সাথে, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে নিই তবে আমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক, উভয় জীবনই সুসজ্জিত হবে। আমি যেমনটি বলেছিলাম, কোন কোন স্থানে আমাদের আহমদীদের জীবনযাপনকে মারাত্মকভাবে কষ্টসাধ্য করে তোলা হচ্ছে। এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের কেবল একটিই পন্থা, আর তা হলো, আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিজেদের সম্পর্ক স্থাপন করি। আল্লাহ্ তা'লার সাথে যদি একবার আমাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় এবং আমাদের দরূদ ও ইস্তেগফার যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়, তাহলে শত্রুদের হাজারো অপচেষ্টা আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু যদি আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট না হন, তাহলে জাগতিক কোন উপায় আমাদের উপকারে আসবে না, কোন চেষ্টা-প্রচেষ্টা আমাদের কাজে লাগবে না। সুতরাং আমাদের উচিত, খোদা তা'লার সাথে আমাদের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করা।

রমজানের দোয়ায় বিরুদ্ধবাদীদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্যও কাকুতিমিনতি করুন। আমি যেভাবে বলেছি, অনেক স্থানে আহমদীদের অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন করা হচ্ছে, আহমদীরা ভয়াবহ সমস্যার শিকার। আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করুন। বিরুদ্ধবাদীদের অনিষ্ট থেকে তাদেরকে সুরক্ষিত রাখুন। পাকিস্তানের আহমদীরা বিশেষভাবে এই দিনগুলোতে নিজেদের জন্য এবং জামা'তের জন্যও অনেক বেশি দোয়া করুন। একইসাথে বর্তমানে করোনা মহামারির যে প্রাদুর্ভাব ঘটেছে– তা থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্যও বেশি বেশি দোয়া করুন; আল্লাহ্ তা'লা বিশ্ববাসীকে এই বিপদ থেকেও মুক্তি দিন, আমাদেরকেও নিরাপদ রাখুন। আমরা সত্যিকার অর্থে দরূদ ও ইস্তেগফারকারী হব, আল্লাহ্ তা'লার কাছে এটিই আমার দোয়া থাকবে।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)